দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 15. JUL. 201[illegible]
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

শিক্ষকদের অবসর সুবিধা প্রাপ্তিতে বঞ্চনা

বেসরকারি শিক্ষকগণ অবসর সুবিধার টাকা উত্তোলনে নানা প্রতিবন্ধকতার শিকার হইতেছেন। এইক্ষেত্রে তাহাদের হয়রানি ও বঞ্চনা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। সরকারি চাকুরীজীবীদেরই যেখানে পেনশনের টাকা পাইতে ভোগান্তি পোহাইতে হয় বৎসরের পর বৎসর, সেখানে বেসরকারি শিক্ষকদের দুর্ভোগ কয়েকগুণ বাড়িবে—ইহাই যেন জানা কথা। আসলে অবসরপ্রাপ্ত বেসরকারি শিক্ষকগণ অনেক কষ্টে আছেন। শেষ বয়সে প্রাপ্য যৎসামান্য টাকাই তাহাদের বাঁচিয়া থাকিবার অন্যতম প্রধান অবলম্বন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু সেই অর্থ না পাইয়াই অনেকে মৃত্যুবরণ করিতেছেন দুঃখজনকভাবে। কেহ কেহ রোগে-অসুখে মৃত্যুশয্যায় থাকিলেও প্রাপ্য অর্থ পাইতেছেন না। মানুষ গড়িবার কারিগর শিক্ষকগণ দীর্ঘদিন ধরিয়া অবসর সুবিধা ও কল্যাণ ফান্ডের অফিসে ঘোরাঘুরি করিতেছেন। কিন্তু কাঙ্খিত আর্থিক সুবিধা পাইতেছেন না। ইহার চাইতে দুঃখজনক ঘটনা আর কী হইতে পারে!

ইত্তেফাকে প্রকাশিত এই সংক্রান্ত এক প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে, অবসর সুবিধার টাকা না পাইয়া প্রতিদিনই শিক্ষকরা ক্ষোভে-দুঃখে ফিরিয়া যাইতেছেন। এইজন্য তাহাদের আন্দোলনে যাইবারও প্রস্তুতি রহিয়াছে বলিয়া জানা যায়। মানুষের পিঠ যখন দেওয়ালে ঠেকিয়া যায়, তখনই কেবল তাহারা এমন আন্দোলনে নামিবার কথা ভাবে। অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি তৈরি হইবার আগেই তাহাদের ন্যায্য পাওনা ফিরাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। একদিকে অবসরে যাওয়ার অর্থ ফেরত দেওয়া হইতেছে না, অন্যদিকে অবসর সুবিধা হইতে চাঁদার পরিমাণ ৬ হইতে ১০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ইহাকে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা ছাড়া আর কিইবা বলা যাইতে পারে! এইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বক্তব্য হইল, ঘাটতি মোকাবিলায় বর্ধিত চাঁদার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে যাহাতে তিন মাসের মধ্যেই আবেদন নিষ্পত্তি করা যায়। তাহাদের দাবি, শিক্ষকদের ভালোর জন্যই এই উদ্যোগ! কিন্তু যাহাদের জন্য এই তথাকথিত ভালো উদ্যোগ, তাহারা ইহা মানিয়া লইতে পারিতেছেন না। ইহাকে তাহারা চুরি নহে, বরং ডাকাতি হিসাবে অভিহিত করিতেছেন।

বর্তমানে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চার লক্ষ ৭৭ হাজার ৩২০ জন এমপিওভুক্ত শিক্ষক রহিয়াছেন। তবে অবসর সুবিধা লাভের জন্য ৩৬ হাজার ৪৫০ এবং কল্যাণ ট্রাস্ট ফান্ডের টাকার জন্য ২৮ হাজার ৬৫৬ জন আবেদন করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা এইসব সুবিধা সময়মতো না পাওয়ায় কর্মরতদের মধ্যেও ক্ষোভ সংক্রমিত হইতেছে। শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী অনিষ্পন্ন সব আবেদন নিষ্পন্ন করিতে কল্যাণ ট্রাস্ট ফান্ডে আটশত এবং অবসর সুবিধার ক্ষেত্রে এক হাজার ৯৫০ কোটি টাকা প্রয়োজন। সব মিলাইয়া চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবৎসরে প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা অর্থ মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দ চাওয়া হইয়াছিল। কিন্তু এই খাতে সব মিলাইয়া মাত্র দুইশত কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হইয়াছে। বাস্তবতার নিরিখে অবিলম্বে বেসরকারি শিক্ষকগণের এই সমস্যার সমাধান করা জরুরি হইয়া পড়িয়াছে। এই ব্যাপারে আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আশু পদক্ষেপ কামনা করি।